দামুড়হুদায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জেলা পুলিশের মহড়া অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জেলা পুলিশের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১০ টার দিকে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সমস্ত ভোটকেন্দ্রে যেন সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান করতে পারে সেজন্য জেলা পুলিশের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমানের নেতৃত্বে আগামী জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ ভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য সকল ভোট কেন্দ্রে যেন সাধারণ জনগণ তাদের ভোটাধিকার নির্বিঘ্নে প্রয়োগ করতে পারে, প্রতিটা নাগরিক যেন নির্বিঘ্নে ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে পারে, এতে যেনো কেউ বাধা প্রদান করতে না পারে সে লক্ষে মহড়া প্রদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ। জেলার সব স্থানের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ বদ্ধপরিকর।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ পিপিএম-সেবা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) জাকিয়া সুলতানা, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল), জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার বৃন্দ মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় শত্রুমুক্ত দিবস

উপলক্ষে আলোচনা সভা

“একাত্তরের চেতনায় গড়ে উঠুক, উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা” এ প্রতিবাদ্যকে সামনে রেখে দর্শনায় শত্রুমুক্ত দিবস পালন করা হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মিলন মেলায় পরিণত হয় এ দিবস পালনকালে।

আজ সোমবার বিকালে দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আয়োজনে শত্রুমুক্ত দিবস পালন ও যুদ্ধকালীন স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের তিনবারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী, জননন্দিত জননেতা হাজি আলী আজগার টগর বলেন, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ডাকে এ দেশের দামাল ছেলেরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে ঝাপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্নত্যাগ ও ৩০ লক্ষ শহীদ ২ লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা পেয়ে ছিলাম স্বাধীনতা। বিশ্ব মানচিত্রে লেখা হয়েছিলো বাংলাদেশের নাম।মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা কখনই ভুলবার নয় তারা আমাদের গর্বিত সন্তান। কোন সরকারই মুক্তিযোদ্ধাদের সম্নান দেয়নি হাসিনা সরকার এসে তাদের সম্নান দিয়েছে।তাই আসুন মুক্তিযোদ্ধের চেতনায় জাগ্রত হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।এ অনুষ্ঠানে যুদ্ধকালীন কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এ্যাড শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজি সহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্নসম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ, ইউপি চেয়ারম্যান এসএএম জাকারিয়া আলম।

দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলীর উপস্থাপনায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন, তানজির আহমেদ, আ. খালেক, রেজাউল করিম সবুর, মুনসুর আলী, বদরুল আলম ফিট্রু, আব্দুর রশিদ, আওয়ামী লীগ নেতা শফিকুল আলম, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো কুতুব উদ্দীন, উজীরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুন্নাহার, দশমী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নারায়ন চন্দ্র পাল, সহ সরকারি দফতরের কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় দুটি আসনে বৈধ প্রার্থী ১৩, বাতিল ৭

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা দুটি আসনে মোট ২০জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩ জনের মনোনয়ন বৈধতা এবং সাতজনের বিভিন্ন কারণে মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে ।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন বৈধ প্রার্থী ও মনোনয়ন বাতিল প্রার্থীদের নামের তালিকা ঘোষণা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় দুটি আসনে মোট ২০জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা প্রদান করে । প্রার্থীদের ভিতরে মোট তেরো জন প্রার্থীর নির্বাচনী বৈধতা ঘোষণা করা হয় এবং সাতজন প্রার্থীর বাতিল করা হয়। চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে মোট দশ জন প্রার্থীর ভিতরে সাত জনের প্রার্থীতা বৈধতা ঘোষণা করা হয় এবং তিনজনের মনোনয়ন বাতিল করা হয়।বৈধ সাতজন প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়ার্দার ছেলুন তিনি এবারও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী, স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ রাজ্জাক খান, স্বতন্ত্র প্রার্থী এম শহিদুর রহমান, স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালা,ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) মনোনীত প্রার্থী ইদ্রিস চৌধুরী, জাকের

স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল মালেক মোল্লার বিদ্যুৎ বিল খেলাপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য মোট ভোটারদের ১% স্বাক্ষরিত তালিকা সঠিক তথ্য নেই, স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল মল্লিকের ঋণ খেলাপি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য মোট ভোটারদের স্বাক্ষরিত তালিকা ১% তথ্য সঠিক নয়।

বৈধ ও বাতিল মনোনয়ন প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা জানান যাদের মনোনয়ন বিভিন্ন কারণে বাতিল করা হয়েছে তারা আগামী ৯ (ডিসেম্বর) পর্যন্ত নির্বাচন সচিব বরাবর আপিল করতে পারবে।

আজ ৪ ডিসেম্বর দর্শনা মুক্ত দিবস

আজ ৪ ডিসেম্বার দর্শনা মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে দর্শনা মুক্ত হয়। পাক-হানাদার বাহিনীর আবস্থান লক্ষ্য করে তিন দিকে থেকে মিত্র বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমন করে পাকবাহিনীকে হটিয়ে দর্শনা মুক্ত করে।

মিত্র বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা জানতে পারে দর্শনা শান্তি পাড়া ও পরাণপুর গ্রামের মাঁঝামাঝি মাঠে পাক হানাদার বাহিনী ঘাটি করে আছে।

এ খবর পেয়ে যুদ্ধকালিন কমান্ডার লিয়াকত আলীর নেত্রীত্বে আব্দুল হামিদ তোতা, নুর হাকিম, গোলাম হোসেনসহ ৩০ মুক্তিযোদ্ধা এবং ৩০০ জন মিত্র বাহিনী ভারতের গেদে বোর্ডারের ক্যাম্পে বসে রাতের খাবার খেয়ে পাক-বাহিনীর অবস্থানের দিকে রওনা হয়।

বারাদী সীমান্ত পেরিয়ে পারকৃষ্ণপুর মদনা হয়ে গোবিন্দপুর গ্রামের নিকটবর্তী স্থান দিয়ে রাবারের নৌকা চেপে ৩০ জন করে মাথাভাঙ্গা নদী পার হয়ে ধাঁপাড়ী ও তালবাগান মাাঠের উত্তর-পশ্চিম কনে আবস্থান

নিই বলে লিয়াকত আলী জানান।

তিনি আরো বলেন, আমরা ৩৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনী ধাঁপাড়ী ও তালবাগান মাাঠের উত্তর-পশ্চিম কনে পৌঁচ্ছে আমরা অবস্থান নিয়ে ব্যাংকার খুড়ে ফেলি। এরপর রেকি করে পাকবাহিনীর আবস্থান বুঝে রাত ৩টার দিকে সকল প্রস্তুতি সেরে পাক-হানাদার বাহিনীর গুলি, সেল, মোটার হামলা শুরু করি। রাত এক নাগাড়ে গুলি বর্ষন শুরু করলে পাক-হানাদার বাহিনীও পাল্টা সেল মারতে শুরু করে। দীর্ঘ প্রায় ২ ঘন্টা ৪৫ ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলে। মুহুর-মুহুর গুলি, সেল মটার সেল নিক্ষেপ করার ফলে এক পযার্য় পাকবাহিনী নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। আমাদের লোকেশন বুঝতে না পেরে পাক-বাহিনী রেলগেট ও ডাঙ্গাপাড়া মাঠের দিকে সেল,মটার ও গুলি বর্ষন করতে থাকে।

ফলে আমাদের তেমন কোন ক্ষতি না হলেও মিত্রবাহিনীর দুইজন নিহত ও একজন আহত হয় পাক-বাহিনীর। অপর দিকে পাক-হানাদার বাহিনী ব্যাপক হতাহত হয়। একদিকে আমাদের সাথে লড়াই চলছে। আপরদিকে উথলী দিক থেকে আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে পাক-বাহিনীর উপর হামলা চালায়।

এ সময় তিনদিক থেকে মুক্তি বাহিনীর আক্রমনে পাক-হানাদার বাহিনী নাস্তানাবুদ হয়ে। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই পাক-হানাদার বাহিনী রেলপথ ও সড়ক পথ ধরে চুয়াডাঙ্গা শহরের দিকে পালাতে থাকে। সকাল সাড়ে ৬টার দিকে দর্শনা কেরু চিনিকলের জেনারেল অফিসের সামনে মিত্র-বাহিনীর প্রধান মিঃ বুফে ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার লিয়াকত আলীর নেত্রীত্বে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। পযার্য়ক্রমে ৪ থেকে ৫ ও ৭ তারিখের মধ্যে দামুড়হুদা ও চুয়াডাঙ্গা মুক্ত হয়।

আজ ৪ ডিসেম্বর জীবননগরে হানাদার মুক্ত দিবস

১৯৭১ সালের এ দিনে জীবননগর উপজেলা হানাদার মুক্ত হয়। মুক্তিযেদ্ধা ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর প্রতিরোধের মুখে পাক

হানাদার বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ঝিনাইদহ অভিমুখে পালিয়ে যায়।

জীবননগর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইদুর রহমান জানান, ১৯৭১ সালের ২৬ নভেম্বর জীবননগরে পাক হানাদার বাহিনীর পতন ঘটলেও চূড়ান্ত বিজয় আসে ৪ ডিসেম্বর।

এদিন ভোরে মিত্র বাহিনীর কমান্ডার ও ৮ নম্বর সেক্টরের বানপুর সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন পরবর্তীতৈ সেনাবাহিনী প্রধান প্রয়াত জেনারেল (অব:) মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্র বাহিনী যৌথভাবে জীবননগর উপজেলার ধোপাখালী সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে। এরপর তারা জীবননগর, দত্তনগর ও হাসাদহ গ্রামে পাক বাহিনীর ওপর অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়েন।

শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সম্মুখ যুদ্ধ। যুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনীর ২৯ বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা যৌথবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে পাশর্^বর্তী ঝিনাইদহ জেলার দিকে পালিয়ে যায়।

পরে বীর মুক্তিযোদ্ধারা জীবননগর থানায় ধর্ষণকারী ও নির্যাতনকারী হিসেবে চিহ্নিত পাকহানাদার বাহিনীর ক্যাপ্টেন মুনছুর আলীর ব্যবহৃত জিপ গাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

এ দিন স্বত:স্ফুর্ত মুক্তিপাগল মুক্তিযোদ্ধারা জীবননগরের মাটিতে প্রথম উত্তোলন করেন স্বাধীন বাংলার পতাকা। শুরু হয় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড। বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রসুলকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও মজিবর রহমানকে থানা ইনচার্জ করে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়।

প্রতিবছর ৪ ডিসেম্বর জীবননগর মুক্ত দিবস হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পালন করে আসছেন।

আলমডাঙ্গায় বৈদ্যুতিক পোলের

সাথে প্রাইভেটের ধাক্কায় চিকিৎসক আহত

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকায় প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় আল ইমরান নামের এক চিকিৎসক মারাত্মক আহত হয়েছেন।

আজ রোববার সকালের দিকে ওই চিকিৎসক তার প্রাইভেট কার নিয়ে ড্রাইভিং করে যাওয়ার সময় আনন্দধাম এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বৈদ্যুতিক পোলে ধাক্কা লেগে চিকিৎসক গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয়রা আহত চিকিৎসককে উদ্ধার করে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করেন।

আহত চিকিৎসক আল ইমরান কলেজপাড়ার শেফা ক্লিনিকের স্বত্বাধিকারী ও উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার ডাঃ জাকারিয়া খালিদ তপনের ছেলে। ডাঃ আল ইমরান একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পড়েছেন।

পারিবারিক সুত্রে জানা যায়, ডাঃ আল ইমরান সকালে তার প্রাইভেট কার নিয়ে জামজামির উদ্দেশ্যে বের হন। প্রাইভেট কারটি আনন্দধাম কাদেরের মটর গ্যারেজের নিকট পৌঁছে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে একটি বৈদ্যুতিক পোলের সাথে স্বজোরে ধাক্কা দেন। এতে তার প্রাইভেট কারের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। এতে মারাত্মক আহত হন আল ইমরান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করেন। সেখানে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তার পিতা জাকারিয়া খালিদ তপন জানান,বর্তমানে তার অবস্থার উন্নতির দিকে। সন্তানের জন্য তিনি সকলের নিকট দোয়া চেয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে

প্রস্তুতি সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সকাল ১১ টার দিকে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ, থানা অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার নাথ, হারদী হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার নাজনীন সুলতানা, কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রেহানা পারভীন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহিল কাফি, পৌরসভার প্যানেল মেয়র খন্দকার মতিবুল হক।

কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শামীম রেজার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুদ্দোহা, উপজেলা রিসোর সেন্টারের ইন্সট্রেক্টর জামাল হোসেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ৭১ এর অগ্নি সেনা মইনুদ্দিন পারভেজ, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান জোয়ার্দ্দার, বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কুদ্দুস,বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী, প্রেসক্লার সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, তথ্য কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা গোলাম আউয়াল সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক আব্দুল আউয়াল,পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন, উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার ডাক্তার মঞ্জুরুল ইসলাম বেলু, ইউপি চেয়ারম্যান মুজাহিদুর রহমান, ইউপি চেয়ারম্যান আসিদুল হক মিকা, এম সবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান, আলমডাঙ্গা একাডেমী ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এনামুল হক, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান, মাধ্যমিক

বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, এরশাদপুর একাডেমীর প্রধান শিক্ষক শামীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর হাফেজ ওমর ফারুক প্রমূখ।

চুয়াডাঙ্গায় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও হুইল চেয়ার বিতরণ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে এসডিজি অর্জন প্রতিপাদ্য চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন জেলা সমাজসেবা কার্যালয় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের আয়োজনে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় সাথে পালিত হয়।

আলোচনা সভায় চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা।



এ সময় তিনি বলেন, একজন সুস্থ সবল মানুষ যেমন বাংলাদেশের নাগরিক তেমনি একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সেও বাংলাদেশের নাগরিক।সব কিছুর

পরিচয়ের মুলে সবাই আমারা মানুষ। সমাজে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বেশি। আমাদের সকলের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারি। আমাদের মনে রাখা উচিত মানুষের নাগরিক অধিকার। সহানুভূতির চেয়েও বড় সত্য, রাষ্ট্রিয় নাগরিক অধিকার। কোনো বৈষম্য করার সুযোগ নেই। কাজেই মৌলিক অধিকার আদায় করে নেয়া অধিকার নিশ্চিত করা সকলের অধিকার

তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সকলকে নিয়ে উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হবে। আমাদের মানসিক পরিচর্যা দরকার। দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবন্ধকতা দূর করতে না পারলে উন্নয়নকে অর্থবহ করে তুলতে পারবো না। কাউকে পিছনে রেখে সামনে এগোনো যাবে না।

৩২তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসের আলোচনা সভা শেষে প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম- সেবা, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক সিদ্দিকা সোহেলী রশিদ, সহ জেলা প্রশাসন ও সমাজসেবার কর্মকর্তাবৃন্দ; সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ৩২ বোতল ফেনসিডিলসহ সিংনগরের ছোট গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩২ বোতল ফেনসিডিলসহ জহিরুল ইসলাম ছোটনকে (২৮)গ্রেফতার করেছে।

দর্শনা থানার আকন্দবাড়িয়া গ্রামের ইনতাজুলের বাঁশ বাগানের সামনে থেকে গ্রেফতার করে।তিনি জীবননগর উপজেলার সিংনগর গ্রামের গাং ধার পাড়ার আমানত মন্ডলের ছেলে।

জানাগেছে আজ রবিবার (৩ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার শাহ’র নেতৃত্বে, অভিযান চালায় আকন্দবাড়িয়া বন্ধুতলা নামক স্থানে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই তারেক হাসান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ জহিরুল ইসলাম ছোটনকে গ্রেফতার করে। পরে পুলিশ তার দেহ তল্লাশী করে ৩২ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করে। তার বিরুদ্ধে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে বলে পুলিশ বলেছে। গতকালই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।